ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪১৩১
আগরতলা,২১ মার্চ,২০২০

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় আগামীকাল জনতা কার্ফু পালন করতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় আগামী ২২ মার্চ, রবিবার দেশব্যাপী সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জনতা কার্ফু পালনের যে আহ্বান রেখেছেন তা রাজ্যেও যথাযথভাবে পালনের জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর প্রতি এই আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ঐদিন যাতে সবাই নিজ বাড়িতেই থাকেন। রাত ৯টার পরও যাতে কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন সে ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আহুত জনতার কার্ফুর পেছনে কারণ হলো করোনা ভাইরাস যেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আর না ছড়ায়। ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাস দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ত্রিপুরায় যাতে করোনা ভাইরাস না ছড়াতে পারে তারজন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন রেলস্টেশন, বিমানবন্দরের যাত্রীদের স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেশনগুলিতে যাতে চাল, ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত থাকে এবং বাজারে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসব্জির যোগান থাকে সে বিষয়ে নজর রাখার জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের বলা হয়েছে। কোনও ব্যবসায়ী যদি কালোবাজারি করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও বলা হয়েছে। পাশাপাশি আগামীকাল প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি ছাড়া সবকিছু বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি কি অবস্থায় রয়েছে তা প্রতিদিন মনিটরিং করার জন্য রাজ্যস্তরীয় এবং জেলাস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট রাজ্যস্তরীয় টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান করা হয়েছে মুখ্যসচিবকে এবং ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট জেলাস্তরীয় টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান করা হয়েছে জেলাশাসককে। এই টাস্ক ফোর্স স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে মিলে প্রতিদিন রাজ্যের পরিস্থিতির মনিটরিং করবে এবং রাজ্যবাসীকে অবগত করার উদ্দেশ্যে প্রেস বিফিং করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যবাসীকে সচেতন থাকতে হবে। আগামী ২২ মার্চ প্রয়োজন ছাড়া যাতে কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। রাজ্যের যে সকল ছেলেমেয়ে পড়াশুনা সহ বিভিন্ন কারণে রাজ্যের বাইরে রয়েছে তারা যাতে এখন ভ্রমণ না করেন সে বিষয়ে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যারা যেখানেই রয়েছে সেখানেই যাতে সুরক্ষিত থাকেন সেই ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নেওয়ার জন্যও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ২২ মার্চ জনতার কার্ফুর দিন সন্ধ্যা ৫টায় রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে উলুধ্বনি, শঙ্খ বাজানো, হাততালি, ঘন্টা বাজিয়ে নিজ পরিবার সহ আশেপাশে মানুষকে করোনা মোকাবিলায় জাগ্রত করতে হবে।

***২-এর পাতায়

পাশাপাশি এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় যারা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন চিকিৎসা সহ বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২২ মার্চ জনতার কার্ফু যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে দেশবাসী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় কতখানি প্রস্তুত। করোনা ভাইরাস যাতে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তারজন্য রাজ্যের জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সকলকেই দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ডা. দেবাশিস বসু জানান, রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আজ রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আলোচনাক্রমে বেশ কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত কোনও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে সন্দেহভাজন ১৭১ জনকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছিলো। পরে ২৮ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৪৩ জন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং সিপার্ডের হোস্টেলে নতুন দুটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার খোলা হয়েছে। সেখানে একত্রিত টয়লেটের সুযোগ সুবিধাও রয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব আরও জানান, দেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাগুলি বন্ধ না হওয়ার কারণে আখাউড়া চেকপোস্টের মাধ্যমে যাত্রীরা রাজ্যে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হবে। এছাড়াও বহির্রাজ্য থেকে যে সমস্ত ট্রাকগুলি রাজ্যে প্রবেশ করছে সেই ট্রাকচালকদেরও যথাযথ স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। রাজ্যে সন্দেহভাজনদের বিশেষ নজরদারিতে রাখার জন্য প্রতিটি জেলায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে এই পরিস্থিতিতে যাতে বাজারে বা ওষুধের দোকানে কোনও ধরনের কালোবাজারি না হয় সে বিষয়ে খাদ্য দপ্তর ও ড্রাগ কন্ট্রোলার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কালোবাজারি রুখতে আজ সন্ধ্যা থেকেই বাজারগুলিতে খাদ্য দপ্তরের টাস্ক ফোর্সের অভিযানও চালানো হবে বলে স্বাস্থ্যসচিব সাংবাদিকদের জানান।

*****